গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd

উদ্ভাবনী ধারণা (Innovation Idea) প্রস্তাবনা ফরম

ক্র নং	সাধারণ তথ্যাবলী	
১.	আবেদনকারীর নাম	সৈয়দ আহম্মদ শাহলান
২.	আবেদনকারীর প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
৩.	ঠিকানা	ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।
৪.	মোবাইল/ফোন নাম্বার	০১৭১১০৫৭৬১৯
৫.	ই-মেইল	ahmed.sahlan@gmail.com urcsadarsunanmganj@gmail.com
	প্রকল্প প্রস্তাবনা	
৬.	প্রকল্পের নাম	ICT Support Centre for Primary Teachers'
৭.	প্রকল্পের সারাংশ (অনধিক ৫০ শব্দে)	উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের জন্য উন্মুক্ত ইউআরসি ভিত্তিক একটি ICT বিষয়ক সহায়তা কেন্দ্র। ICT প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আগ্রহী শিক্ষকগণ বিনা খরচে ICT সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান ও ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাবেন এবং হাতেকলমে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়ার ছোট-খাটো সমস্যা সমাধানের স্বক্ষমতা অর্জন করবেন।
৮.	প্রকল্পের যৌক্তিকতা	বর্তমান সরকার দেশের সকল স্তরে ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করতে বদ্ধ পরিকর। এই লক্ষে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করার মাধ্যমে পাঠদানের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে ইতোমধ্যে ICT বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া যথাসময়ে হাতের কাছে না পাবার কারণে শিক্ষকগণ নিয়মিত চর্চার অভাবে অনেক কিছুই ভুলে গেছেন এবং ভুলে যাচ্ছেন। তাছাড়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকা সত্বেও দক্ষতার অভাবে অনেক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করেননা। যেহেতু একবার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষককে পূণরায় একই প্রশিক্ষণ দেয়া যাচ্ছেনা তাই তাদের জন্য এমন একটি সহজ সুযোগ থাকা প্রয়োজন যেখানে যেকোন শিক্ষক তার প্রয়োজনীয় সহায়তাটুকু সহজেই পেতে পারেন। উপজেলা পর্যায়ে ইউআরসি হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। তাই ইউআরসিতে ICT বিষয়ে শিক্ষকগণের নিয়মিত চর্চার সুযোগ করে দেয়া হলে তাদের দক্ষতা ও আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া মাঝে মাঝে (বছরে ৩/৪ বার) রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা রাখা হলেও শিক্ষকগণ অনেক বেশি উপকৃত হবেন যার ফলে

		সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনের পথ অনেক সুগম হবে। এছাড়াও এখানে প্রয়োজনীয় বাস্তব সহযোগিতার নিশ্চয়তা থাকায় শিক্ষকগণ উৎসাহের সাথেই ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেষ্ট হবেন। এই কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সফল হলে শিক্ষকগণ ICT সম্পর্কীত নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধানের বাস্তব দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন, নিয়মিত ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে এর ব্যবহার করতে পারবেন।
৯.	প্রকল্পের সুবিধাভোগী	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী
১০.	সংক্ষেপে প্রকল্পের ফলাফল (Output)	বিদ্যালয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যাবহার করার ফলে - ক) শিশুরা অনেক সহজে ও আনন্দের সাথে পাঠ গ্রহন করতে পারবে। খ) বাস্তব জ্ঞান লাভ করা শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ হবে। গ) শিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। ঘ) শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে ও ঝরে পড়া হ্রাস পাবে। ঙ) Skype ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকগণও নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারেবেন। চ) শিক্ষক বাতায়ন ব্যবহার করে যেকোন বিষয়ের কন্টেন্টকে নিজেদের মতো করে সম্পাদন করে ব্যবহার করতে পারবেন যা শিক্ষকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। ছ) মুক্তপাঠ (muktopaath) এবং এ ধরণের অন্যন্য সুবিধার ধারনা সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করে শিক্ষকগণ নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন। জ) উপজেলা ও জেলা হতে চাহিত যে কোন তথ্য অতি অল্প সময়ে ও প্রায় বিনা খরচে সহজেই সরবরাহ করতে পারবেন। ঝ) শিক্ষকগণ নিজেরাই ইউআরসিতে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যংক তৈরি করবেন এবং যেকোন সময় এখান থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন।
১১.	প্রাথমিক শিক্ষায় প্রকল্পের প্রভাব (Impect)	দীর্ঘমেয়াদে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রাথমিক শিক্ষায় এর ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যাবে। যেমন- ১। শিক্ষকগণ ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তব দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। ২। প্রযুক্তি ভীতি দূর হবে। ৩। ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে পাঠদান করলে পাঠদানের মান ভাল হবে এই বিশ্বাস অর্জন করবেন। ৪। সময়ের চাহিদার সাথে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারবেন। ৫। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং শিশুদেরকেও পরিচিত করতে পারবেন। ৬। বিশ্বের উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবেন। ৭। সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করতে সক্ষম হবেন।
১২.	প্রকল্পের মেয়াদ (মাস)	প্রাথমিকভাবে এক বছর (প্রয়োজনে সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে)
১৩.	পূর্বে আপনার জানামতে এই বিষয়ে কোন প্রকল্প আছে কিনা?	আমার জানামতে পূর্বে এ ধরণের কোন প্রকল্প নেয়া হয়নি।

১৪.	সংক্ষেপে কর্মপরিকল্পনা (বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে সংযুক্ত করুন)	• প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক এর সুবিধাভোগী সদস্য হবেন। • ICT বিষয়ে তুলনামুলক দক্ষ শিক্ষকগণকে নিয়ে একটি প্যানেল গঠন করা। • দক্ষতার শ্রেণি অনুযায়ী দলগঠন করে কাজ ভাগ করে দেয়া (যেমন- সফট্ওয়্যার সাপোর্ট, প্যাডাগজি সাপোর্ট, কন্টেন্ট উন্নয়ন সাপোর্ট, ইন্টারনেট সাপোর্ট, হার্ডওয়্যার সাপোর্ট ইত্যাদি)। • প্রথমে এসব শিক্ষককে ওরিয়েন্টেশন দিয়ে আরও কিছুটা দক্ষ করা। • প্যানেলভুক্ত শিক্ষকগণের সহায়তায় ইউআরসির বাইরেও (যেমন ইউনিয়ন বা ক্লাস্টার পর্যায়ে) কর্মশালার ব্যবস্থা করা। • ইউনিয়ন ভিত্তিক/ক্লাস্টার ভিত্তিক সহযোগিতাকারী ছোট ছোট দল গঠন। • ট্রাবলশুটিং কাজে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মাঝে মাঝে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন। • ডিজটাল কন্টেন্ট তৈরি প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা। • বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যববহারকারী শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন ও পুরস্কৃত করা।
১৫.	কর্মপরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ	➢ শিক্ষকগণকে এ বিষয়ে অবহিত করা ➢ সকল শিক্ষককে সদস্যভুক্ত করা ➢ কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা ➢ প্রয়োজনীয় দল গঠন করা ➢ কর্মশালার আয়োজন করা ➢ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ➢ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ➢ বিদ্যালয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার পরিদর্শন করা
১৬.	কী কারণে এই প্রকল্পটিকে উদ্ভাবনী (সময়, খরচ ও ভিজিটের আলোকে) বলে গণ্য করা হবে (সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।	যেসব কারণে এ প্রকল্পটি একটি উদ্ভাবনী ধারণা তা হলো – ১। এর মাধ্যমে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও এর ব্যবহার চর্চা করার জন্য শিক্ষকগণের একটি সুন্দর প্লাটফর্ম তৈরি হবে। ২। এ সেন্টারের সদস্যগণ বিনা খরচে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন। ৩। প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতি শিক্ষকগণের আগ্রহ বাড়বে। ৪। স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষকগণ নিয়মিত (বছরে ৩/৪টি) কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে আরও দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। ৫। এছাড়া যেকোন সময় এবং সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিন ইউআরসিতে একত্রিত হয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে পারবেন। ৬। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে। ৭। সর্বোপরি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যেই ICT-র প্রতি আগ্রহ বাড়বে যা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণি ভূমিকা পালন করবে।

১৭.	প্রকল্পটি কি সম্প্রসারণযোগ্য?	হ্যাঁ, প্রকল্পটি সম্প্রসারণযোগ্য।
১৮.	প্রকল্পটি কীভাবে টেকসই হবে? (সংক্ষেপে বর্ণনা করুন)	প্রকল্পটিকে টেকসই করতে হলে কিছু কাজ পরিকল্পিতভাবে করতে হবে, যেমন- ১। নিয়মিত ও বাস্তবসম্মভাবে ICT সহায়তা নিশ্চিত করা। ২। Teaching-Learning প্রক্রিয়ার মতো পরিকল্পিত বিভিন্ন ধরণের Assignment প্রদানের মাধ্যমে কম্পিউটারে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও ICT বিষয়ক কার্যক্রম চর্চার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৩। নিয়মিত ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কর্মশালার আয়োজন করা। ৪। প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট জায়গায় (ইউআরসিতে) আগ্রহী শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। ৫। কার্যক্রমটিকে শুধুমাত্র ইউআরসি কেন্দ্রীক না রেখে ধীরে ধীরে ইউনিয়ন বা ক্লাস্টার পর্যায়ে বিস্তৃত করা। ৬। বিভিন্ন দলের কাজ নিয়মিত তদারক করা ও সমন্বয় সাধন করা। ৭। সফলতার স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা।
১৯.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কী কী ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে? কীভাবে নিরসন করা হবে?	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তেমন কোন বড় ধরনের ঝুঁকি না থাকলেও কিছুটা ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে, যেমন- ১। সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের কারণে আগ্রহী শিক্ষকগণের নিয়মিত ইউআরসিতে আসতে না পারা । ২। নিয়মিত পরিচর্যার অভাবে বিদ্যালয়ের যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়া। ৩। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে না পারা। ৪। যন্ত্রপাতি মেরামতের প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় এগুলো স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সমাধানের উপায় – ➢ বিভিন্ন সময়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ➢ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রচার চালানো ➢ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ কর্তৃক বিদ্যালয়ে পাঠদানে প্রতিদিন ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা। ➢ ডিজিটাল কন্টেন্ট সহজলভ্য করা। ➢ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখা। ইত্যাদি ➢ যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ পর্যাপ্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা।

	জনবল পরিকল্পনা	
২০.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জনবল পরিকল্পনা (কতজন, কী কাজে, কত দিন নিযুক্ত থাকবেন?)	এ প্রকল্প পরিচালনার জন্য আলাদাভাবে জনবল নিয়োগের প্রয়োজন নেই। সদস্যগণ নিজেরাই কাজ ভাগ করে নিবেন। ইউআরসিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। এছাড়া প্রয়োজনে বিশেষ কোন কাজে (যেমন- কম্পিউটার, ল্যাপটপ অথবা মাল্টিমিডিয়া ট্রাবলশুটিং কাজ) দক্ষ স্থানীয় কোন ব্যক্তির কাছ থেকে সাময়িক সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।
	প্রয়োজনীয় বাজেট (সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা)	
২১.	জনবল বাজেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রয়োজন নেই
২২.	বাস্তবায়ন বাজেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	আনুমানিক ৩৪,০০০.০০ (চৌত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
	প্রস্তাবনার সাথে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি (ঐচ্ছিক) (প্রদান করলে টিক দিন)	
২৩.	খাতভিত্তিক ব্যয়	
২৪.	জনবল পরিকল্পনা (বিস্তারিত)	
২৫.	সময় আবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (বিস্তারিত)	
২৬.	প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রভাব (বিস্তারিত)	
২৭.	অন্যান্য (বিষয় লিখুন)	

তারিখ: ১৯/০২/২০১৮

প্রস্তাবকারীর নাম ও স্বাক্ষর

(সৈয়দ আহম্মদ শাহলান)
ইন্সট্রাক্টর
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
সদর, সুনামগঞ্জ।

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সীল

বিষয় : ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, সদর, সুনামগঞ্জ-এর জন্য উদ্ভাবনী ধারণায় শিক্ষকদের জন্য প্রস্তাবিত ICT Support Centre for Primary Teachers’**পরিচালনার ক্ষেত্রে ১ বছরে সম্ভাব্য ব্যয়ের বাজেট**

স্থান : উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, সদর, সুনামগঞ্জ।

অংশগ্রহণকারী : সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ।

কর্মশালায় খাতভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	একক ব্যয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	দিন (বছরে)	মোট ব্যয়
১।	সাপ্তাহিক আপ্যায়ন ভাতা (নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে ১ দিন শিক্ষকগণ ইউআরসিতে আসবেন)	৪০০.০০	১ বার	৪০	১৬০০০.০০
২।	প্রশিক্ষকের সম্মানী (৩ মাস পরপর একবার কর্মশালা)	৫০০.০০	২ জন	৪	৪০০০.০০
৩।	কর্মশালায় আপ্যায়ন ভাতা (৩ মাস পরপর একবার কর্মশালা)	১০০.০০	৩০ জন	৪	১২০০০.০০
৪।	মালামাল বাবদ ব্যয় (কাগজ, Activity Sheet ফটোকপি, রেজিস্টার, ফাইল, মার্কার ইত্যাদি)	৫০০.০০	১ বার	৪	২০০০.০০
				সর্বমোট:	৩৪,০০০.০০